টিকিট বিলিতে ব্লক সভাপতিকে হেনস্তা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বেলদা ঃ টিকিট বন্টন নিয়ে ঝামেলা, ঠেলাঠেলি ও দ্বন্দ্বের অভিযোগের ঘটনায় তৃণমূলের দলীয় প্রতীকে প্রার্থীপদ বাতিল হতে চলেছে এক গ্রাম পঞ্চায়েত প্রার্থীর। মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর দেওয়াল লিখন ও প্রচার শুরু করে দিয়েছিলেন তিনি।ব্লক তৃণমূলের তরফ থেকে টিকিট পেয়েছিলেন শিক্ষক দীপককুমার গিরি। তার নামে দলীয় প্রতীক নিয়ে পোস্টার ফ্লেক্স ও প্রচার চলে কয়েকদিন। সেই একই প্রার্থীপদে মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন তৃণমূল নেতৃত্ব সূর্য অট্টের মনোনীত প্রার্থী অলক রায়। শনিবার একই আসনে দুই প্রার্থীপদ নিয়ে সমস্যা হয়। মনোনয়ন তোলার শেষ দিনে সমস্যার সমাধানে বেলদা থানায় বসে মধ্যস্থতা করার সময়েই মারধর ও দলের প্রতীক কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ ওঠে।তাতেসূর্য অট্ট ও অলক রায় উপস্থিত ছিলেন বলেই জানা গিয়েছে। এই মর্মে অভিযোগ করেছেন নারায়ণগড় ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মিহির চন্দ। তিনি বলেন, থানায় ডেকে আমার ওপর মানসিক ও শারীরিক হেনস্তা করা হয়েছে। টিকিট কেড়ে নেওয়া হয়। অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে বেলদা গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। পরে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করতে হয় তাকে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সূর্যকান্ত অট্ট। তিনি বলেন, দলের জেতা প্রার্থীদের দল প্রতীক দিতে নির্দেশ দিয়েছে। সেই মতোই অলক টিকিট পেয়েছে। টানা কুড়ি বছর ধরে সে জিতে আসছে। এদিকে দীপককুমার গিরির সঙ্গে যোগাযোগ করলেও তিনি জানান, তার জানা নেই তিনি এবারে তৃণমূল দলের প্রতীকে প্রার্থী হচ্ছেন না। সেই জায়গায় অলক রায় প্রার্থী হচ্ছেন বলে সূত্রের খবর। এদিকে দেওয়াল লিখন, পোস্টার, ফ্লেক্স দিয়ে প্রচার করার পর এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বেলদাজুড়ে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে টিকিট পেলেন না প্রধান, উপপ্রধান ঃ তীব্র ক্ষোভ অঞ্চল জুড়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর সদর ব্লকের কঙ্কাবতী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান পুতুল ধাউরা এবং উপপ্রধান গৌতম দত্তকে টিকিট দিল না তৃণমূল। টিকিট পেলেন না ওই পঞ্চায়েতের নেপুরা সংসদের টানা দুবারের তৃণমূল প্রার্থী সুজল পাত্রও। তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জন্যই তারা টিকিট পেলেন না বলে সূত্রের খবর। এদিকে কঙ্কাবতী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এরা তৃণমূলের টিকিট না পাওয়াতে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে তৃণমূলের নিচু তলার কর্মীদের মধ্যে। খয়েরকাচকের তৃণমূল কর্মী প্রশান্ত পোচক বলেন, প্রধান এবং উপপ্রধান দুজনেই সুষ্ঠ ভাবে পঞ্চায়েত চালিয়েছেন, এদের দল টিকিট দিল না কেন বুঝতে পারছি না। এ জিনিস মেনে নেওয়া যায় না। লোহাটিকরি গ্রামের তপন সিং বললেন, এক শ্রেণির তৃণমূল নেতা চক্রান্ত করেই তাদের টিকিট দিল না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক তৃণমূল কর্মী বললেন, কঙ্কাবতী গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে করে কম্মে খাওয়ার জন্য পরিকল্পিতভাবেই তাদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। খয়েরকাচকের পশ্চিম সংসদে এবার তৃণমূলের হয়ে মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন প্রাক্তন উপপ্রধান গৌতম দত্ত এবং দেবব্রত দাস। শেষমেষ প্রাক্তন উপপ্রধানকে সরিয়ে দল থেকে দেবব্রত দাসকে প্রতীক দেওয়া হয়। স্থানীয় বাসিন্দারাই বললেন এই দেবব্রত দাস ২০১৩-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের বিরুদ্ধে গিয়ে নির্দল হয়ে লড়াই করে হেরেছেন। দল বিরোধী কাজ করেও এবার কিভাবে যে টিকিট পেলেন কে জানে। অপরদিকে কঙ্কাবতী গ্রাম পঞ্চায়েতের লোহাটিকরি গ্রাম সংসদে তৃণমূলের হয়ে দুজন মনোনয়ন দাখিল করেছিলেন। শেষমেস প্রাক্তন প্রধান পুতুল ধাউরাকে টিকিট না দিয়ে তৃণমূল প্রার্থী করলো সারদা মল্ল মাঝিকে। এলাকার বেশিরভাগ লোকজন বলছেন আমরা চেয়েছি পুতুল ধাউরাই প্রার্থী হোক, কিন্তু দলের জেলা নেতৃত্ব আমাদের কথা না শুনেই অপরিচিত একজনকে প্রার্থী করলো। পুতুল ধাউরা দলের প্রতীক না পেয়ে শনিবার নিজের প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নেন। তিনি বলেন, দলকে ভালবাসি তাই দলের নির্দেশে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করেছি। তিনি এও বলেন, এত ভাল কাজ করেও দল কেন টিকিট দিল না তা বুঝতে পারছি না। অপরদিকে গৌতম দত্ত বলেন, কঙ্কাবতী গ্রাম পঞ্চায়েতের সিংহভাগ মানুষ আমায় চাইছেন পঞ্চায়েত পরিচালনার জন্য, তাদের আবদার মেনেই নির্দল হয়ে লড়াই করবো। প্রধান, উপপ্রধানরা টিকিট পেলনা কেন? এবিষয়ে বিধায়ক মৃগেন মাইতি বলেন, অঞ্চলের নেতাদের সাথে আলোচনা করেই সর্বত্র প্রার্থী ঠিক করা হয়েছে, তুলনামূলক যোগ্য প্রার্থীদেরই প্রতীক দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ করা যায়, কঙ্কাবতী অঞ্চলে তৃণমূল সভাপতি সলিল দাসের সাথে উপপ্রধান গৌতম দত্তের মধ্যে দলীয় মতবিরোধ দীর্ঘদিনের, সেই বিরোধের জন্যই টিকিট পেলেন না প্রধান, উপপ্রধান বলে অভিযোগ। বিষয়টি ভাল চোখে দেখছেন না নিচুতলার সিংহভাগ তৃণমূল কর্মী, প্রকাশ্যেই তারা ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন তৃণমূলের কঙ্কাবতী অঞ্চল সভাপতির বিরুদ্ধে। খয়েরকাচকের পশ্চিম বুথে ত্রিমুখী লড়াই। তৃণমূলের দেবব্রত দাস, বিজেপির পায়েল দাস, নির্দলের গৌতম দত্ত। শেষ হাসি কে হাসেন সেটাই এখন দেখার।

টিকিট না পেয়ে দল ছাড়ার হুমকি

নিজস্ব সংবাদদাতা, জামবনি ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনে তাঁদের অনুগামীরা মনোনয়ন জমা দিলেও দলীয় প্রতীক পাননি, সেই ক্ষোভে তৃণমূল ছাড়ার কথা ঘোষণা করলেন ঝাড়গ্রামের জামবনি ব্লকের ৪ নং অঞ্চলের যুব তৃণমূল সভাপতি রাজু মান্ডি। রাজুবাবু দাবি করেন, তিনি সহ এলাকার মোট ১০টি অঞ্চলের যুব তৃণমূল সভাপতি প্রায় ৫ হাজার কর্মী নিয়ে দল ছেড়েছেন। আজ ছিল পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষদিন। জামবনি ব্লক যুব তৃণমূলের দাবি, দলীয় নেতৃত্বকে বারবার বলা সত্ত্বেও তাদের তরফে যাঁরা মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন, তাঁদের দলীয় প্রতীক দেওয়া হয়নি। সকালে দলের ব্লক নেতৃত্বকে এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করার জন্য দুপুর ২টো পর্যন্ত সময় দেওয়া হয় যুব তৃণমূলের তরফে। যদিও সেই সময়সীমার মধ্যে বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করেননি ব্লকের কোনও শীর্ষ নেতা। এরপরেই দলত্যাগ করার কথা ঘোষণা করেন রাজু মান্ডি। রাজুবাবু বলেন, আমরা দলের কাজে আবেদন করেছিলাম যাতে দুপুর ২টো-র মধ্যে প্রতীক নিয়ে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। কিন্তু আমরা দেখলাম আমাদের উপর দলের কোনও দৃষ্টি নেই। আমি ঘোষণা করছি, আমরা ১০টি অঞ্চলের যুব সভাপতি সমেত প্রায় ৫ হাজার কর্মী তৃণমূল ত্যাগ করলাম। তিনি আরও বলেন, পরবর্তীকালে আমরা অন্য কোনও দলে যেতেও পারি। আবার নাও যেতে পারি। আমরা মর্মাহত। আমাদের কর্মীদের ফাইল করা সব মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। কারণ যে দলকে ভালোবেসেছিলাম, আমরা তার ক্ষতি চাই না।

রামনগর ১নং ব্লকে বসন্তপুর গ্রামসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী আল্পনা বারিকের সমর্থনে দেওয়াল লিখন। নিজস্ব চিত্র

ক্ষতিপূরণের দাবিতে কারখানার গেটে মৃতদেহ রেখে বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম ঃ কর্মরত অবস্থায় কারখানার মেশিনে পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক শ্রমিকের। এই ঘটনার পর শ্রমিকের ক্ষতিপূরণের দাবিতে শনিবার কর্মবিরতি পালন করল কারখানার অন্যান্য শ্রমিকেরা। ঘটনাটি ঘটেছে, শুক্রবার ঝাড়গ্রাম থানার মানিকপাড়া বালাজি পেপার মিলে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ওই শ্রমিকের নাম নলিনী মাহাতো (৪৫)। বাড়ি মানিকপাড়া এলাকার কুসুমঘাটি গ্রামে। পরিবারের একমাত্র উপার্জনের ভরসা বলতে ছিলেন নলিনীবাবু। জানা গিয়েছে, গত দশ বছর ধরে বালাজি পেপার মিলে কাজ করে আসছিলেন নলিনীবাবু। এদিন তাঁর নাইটে ডিউটি ছিল। ডিউটিতে থাকার সময় শুক্রবার রাত এগারোটা নাগাদ অসাবধানতাবসত কারখানায় পিষ্ট হয়ে যায় নলিনীবাবু। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হলে মানিকপাড়া ফাঁড়ি থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঝাড়গ্রাম জেলা হাসপাতালে পাঠায়। বিকাল থেকে মৃতদেহ কারখানার গেটে রেখে বিক্ষোভ দেখান শ্রমিকেরা।

পথদুর্ঘটনায় আহত বাইক আরোহী

নিজস্ব সংবাদদাতা, দাঁতন ঃ দাঁতন বড়া থেকে বেলদা আসার পথে পথদুর্ঘটনায় আহত হলেন এক বাইক আরোহী। শনিবার সকালে কেশিয়াড়ি থানার কলাবনীর কাছে ৬০ জাতীয় সড়কে ঘটে দুর্ঘটনা। পেছন থেকে রেসিং কার সজোরে এসে ধাক্কা মারলে আশন্দা স্কুলের শিক্ষক অলোক মাইতি জাতীয় সড়ক থেকে বাইক নিয়ে নয়ানজুলিতে ছিটকে পড়েন। হাতে পায়ে চোট পান এবং ডান পা ভেঙে যায়। স্থানীয়রা আহতকে উদ্ধার করে বেলদা গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করান। পরে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বাইকে তার এক সন্তান ও ভাইঝি ছিল। তাদের তেমন চোট লাগেনি বলেই জানা গিয়েছে।

প্রচারে এগিয়ে দাঁতন তৃণমূল

নিজস্ব সংবাদদাতা, দাঁতন ঃ প্রচার মিছিল চালালো তৃণমূল কংগ্রেস। সব দিক থেকে এগিয়ে দাঁতন তৃণমূল। প্রার্থীপদ জমা থেকে শুরু করে প্রচার। কোন কিছুতেই পিছিয়ে নেই দাঁতন তৃণমূল কংগ্রেস। শনিবার মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার তথা প্রার্থীপদ নির্দিষ্ট হওয়ার দিনেও দাঁতনের আঙ্গুয়া ও দাঁতনের ৮ অঞ্চলে প্রচার চালানো হয়। দলীয় প্রার্থীদের রেখে ও সরকারের জনমুখী উন্নয়ণ প্রকল্পের কথা তুলে ধরে প্রচার চালানো হয়। বিধায়ক তথা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিক্রমচন্দ্র প্রধানের নেতৃত্বে চলে এই প্রচার।

চিতাবাঘের আতঙ্কে চলছে রাতপাহারা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোলাঘাট ঃ বৃহস্পতিবার থেকে রবিবার কেটে গেলেও চিতাবাঘের আতঙ্ক কাটলোনা কোলাঘাটের কানাইচক গ্রামের অধিবাসীদের। আর সেই আতঙ্কে শনিবার রাতেও রাত পাহারা দেবার ব্যবস্থা করেন এলাকার অধিবাসীরা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাটের কানাইচক গ্রামে স্থানীয় সুধাংশু মন্ডল নামের এক ব্যক্তির বাড়ির সামনে রাত ১১টা নাগাদ গর্জন শুনে দরজা খুলে বাইরে এসে তাজ্জব বনে যান এলাকার অধিবাসীরা। তাঁরা জানিয়েছেন, আলো মেরে দেখেন দুটি চিতা বাঘ দাঁড়িয়ে। তাঁরা জানিয়েছেন, তাঁদের দেখা চিতা বাঘ একটি প্রায় সাড়ে তিনহাত লম্বা আর একটি ছোট আকৃতির।যদিও বন দফতরের দাবি, চিতা বাঘ নয় বাঘরোল দেখেই ভয় পেয়েছেন স্থানীয় অধিবাসীরা। এরপরেও মানুষের আতঙ্ক কাটাতে শুক্রবার বিকালে বনদপ্তরের আধিকারিকেরা ঘটনাস্থলে আসেন। পায়ের ছাপের নমুনাও নিয়েছেন। তারপরে বনদফতর নিশ্চিত এগুলো বাঘরোলই। কিন্তু এরপরেও এলাকাবাসীর আতঙ্ক যাচ্ছে না। কানাইচক গ্রামের অধিবাসী অঙ্কন দোলুই জানান, শনিবার বিকালে কয়েক মিনিটের জন্য বনদপ্তরের আধিকারিকেরা এসে বাঘরোলের আশ্বাস দিয়ে চলে যান। তবে শুক্রবার সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ পাশের খড়ি বনের জঙ্গল থেকে তাঁরা ফের গর্জনের আওয়াজ পেয়েছেন। অঙ্কন দোলুই-র মত অন্যান্য গ্রামবাসীর দাবি, এই আওয়াজ চিতা বাঘ ছাড়া আর কারোনয়।আর এই আতঙ্কের জেরে শুধু রাত পাহারাই নয়, রাস্তাঘাটে চলাচলও সন্ধ্যার পরে প্রায় বন্ধ করে দিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা।

রামজীবনপুর লায়ন্স ক্লাবের রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, রামজীবনপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার রামজীবনপুর পৌরসভার লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে একটি রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ২৯ এপ্রিল।প্রায় ৬৫ জন রক্তদাতা এই অনুষ্ঠানে রক্তদান করেন। গ্রীষ্মকালীন রক্ত সংকটের কথা মাথায় রেখে ২০০৫ সাল থেকে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে আসছে রামজীবনপুর লায়ন্স ক্লাব। রামজীবনপুর বাবুলাল ইন্সটিটিউশনে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রামজীবনপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্মল চৌধুরী, রামজীবনপুর বাবুলাল ইন্সটিটিউশনের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক উত্তম মন্ডল, লায়ন্স ক্লাবের জোন চেয়ারম্যান সুমন্ত চক্রবর্তী-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা।

এবিষয়ে সুমন্ত বাবু বলেন, লায়ন্স ক্লাবের ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রতি মাসে আমাদের সমাজসেবামূলক কাজ চলছে। আগামী দিনে এই রামজীবনপুরেও আরও নানান সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ করা হবে। রামজীবনপুরে লায়ন্স ক্লাবের প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৪ বছর ধরে রক্তদান শিবির আয়োজিত হয়ে আসছে। প্রতি বছর গ্রীষ্মকালীন রক্তসংকটের কথা ভেবে এই সময়েই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।